প্রভু কহে "এত তোর সাধন ভজন।।
শুদ্ধাচারী বৈরাগীর ব্যাধি কি কারণ।।
প্রভু কহে দশরথ তোমারে জানাই।
শৌচাচার ক'রে তোর হ'ল শুচিবাই।।
স্নান না করিয়া কিছু খাওনা কখন।
স্নান না করিয়া অদ্য করগে ভোজন।।
কল্য ভাত রাঁধিয়া রেখেছে জল দিয়া।
কাঁচা ঝাল দিয়া সেই ভাত খাও গিয়া।।"
শুনি অন্তঃপুরে যায় লক্ষ্মীর নিকটে।
মা! মা! বলিয়া সাধু ডাকে করপুটে।।
সাধুর মুখের ঐকান্তিক ডাক শুনি।
দশরথে দেখা দিল জগৎজননী।।
দশরথ বলে 'মা! দেহি প্রসাদী ভাত।
খেতে আজ্ঞা দিয়েছেন প্রভু জগন্নাথ।।
সাধু ভক্তগণ সব যায় উড়িষ্যায়।
সে আনন্দবাজারে প্রসাদ মেগে খায়।।
কল্য রাঁধিয়াছ ভাত তা'তে দিলে জল।
সেই মাতা লক্ষ্মী তুমি এই সে উৎকল।।
আনন্দবাজার এই মেগেছি প্রসাদ।
পদ্ম হস্তে দেহ খেয়ে পুরাইব সাধ।।
তব-হস্ত-রাঁধা-অন্ন জগন্নাথ ভোগ।
দেহ অন্ন খাইয়া সারিব ভব রোগ।।'
বহির্দ্দেশে থাকিয়া বলেছে জগন্নাথ।
'দশরথে দেহ কাঁচা লঙ্কা পান্তাভাত।।'
জগন্মাতা দিল অন্ন আর কাঁচা লঙ্কা।
দশরথ বলে 'মোর গেল মৃত্যুশঙ্কা।।'
কি ছার ত্র্যহিক জ্বর ভবরোগ গেল।
অন্নপাত্র ধরি সাধু মস্তকে রাখিল।।
বহুদিন অরুচি না পারে কিছু খেতে।
অদ্য এত রুচি নাহি পারে ধৈর্য্য হ'তে।।
বড়ই বেড়েছে রুচি বড়ই সুস্বাদ।
সাধু কহে 'আর বার দেহ মা প্রসাদ।।
ভীর দিয়া ডাক ছেড়ে কহে দশরথ।
"কাহা লাবড়া ব্যঞ্জন কাহা জগন্নাথ।।
মহাপ্রভু বলে দশরথ এবে আয়।
পাইবি লাবড়া অন্ন মধ্যাহ্ন সময়।।
কিনা কি এ ওড়াকান্দী না পা'লি ভাবিয়ে।
আয় দেখি ক্ষণকাল বসি তোরে ল'য়ে।।"
উপজিল প্রেমভক্তি সেরে গেল জ্বর।
কবি চূড়ামণি কহে হরিনাম সার।।

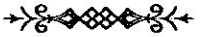

দশরথের সঙ্গে ঠাকুরের ভাবালাপ

ঠাকুর বসেন গিয়া চটকা তলায়।
দশরথ গিয়া তথা প্রণমিল পায়।।
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে 'পরেছ কৌপিন।
কৌপিনের মহিমা না জানি এতদিন।।
তিন বেলা স্নান করে' কে হয় বৈরাগী।
জলে ডুবে পানকৌড়ি সেও কি বৈরাগী?
বিবেক বৈরাগ্য তা কি বাহ্য শৌচে হয়?
বনে বনে থাকিলে কি কৃষ্ণ পাওয়া যায়?
স্নান বল কারে? শুধু উপরেতে ধোয়া।
আত্মা শুদ্ধ না হ'লে কি যায় তাঁরে পাওয়া?'
দশরথ 'বলে এতদিন কি ক'রেছি।
ইতিতত্ত্ব না জানিয়া ডুবিয়ে মরেছি।।
অঙ্গ ধৌত বস্ত্র ধৌত ছাপা জপমালা।
বহিরঙ্গ বাহ্যক্রিয়া সব ধুলা-খেলা।।
যতদিন নাহি ঘোচে চিত্ত-অন্ধকার।
ততদিন শৌচাচার ডুবাডুবি সার।।
ব্যাধিযুক্ত দোষে রসনাতে রুচি নাই।
জল ঢালাঢালি হ'য়েছিল শুচি-বাই।।
যত করিয়াছি প্রভু সব শুচি-বাই।
তব কৃপোদক বিনে চিত্ত ধৌত নাই।।